যুগান্তর

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...
11 NOV 2016

থমকে আছে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ

# বিপুল অর্থ খরচ ও দুর্ভোগে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছুরা

**মুসতাক আহমদ**

মেডিকেলের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর দাবি এক দশকেও পূরণ হয়নি। ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রথম অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠকও হয়। কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগ থমকে আছে।

অনার্সে ভর্তি সামনে রেখে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তির সীমা থাকে না। আলাদাভাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার আয়োজন করায় শিক্ষার্থীদের বিপুল অংকের অর্থও খরচ হয়। এখানেই শেষ নয়, গত কয়েক বছর ধরে অনলাইনে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম ছাপানো, বিতরণ, জমা নেয়াসহ বিভিন্ন কাজের খরচ কমলেও ভর্তির ফরমের দাম শতভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর জোর দাবি উঠেছে। এ পরিস্থিতিতে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিতে ভিসিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার বলেন, 'আমরা মনে করি শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হ্রাসে অবশ্যই কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা হওয়া দরকার। এজন্য ২০০৯ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে বৈঠক করি। তাদের কাছে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব দিই। এভাবে কয়েক দফায় উদ্যোগ নিয়েও আমরা সফল হইনি। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বলার পর এখন সবাই উদ্যোগী হবেন বলে আশা করছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসহযোগিতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিসিপ্লিন

**কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তাগিদ রাষ্ট্রপতির**

অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করা যাচ্ছে না। এ নিয়ে আজ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় যত বৈঠকের আয়োজন করেছে, প্রত্যেকটিতে বেশির ভাগ ভিসি বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। দু'চারজন শিক্ষামন্ত্রী বা উপদেষ্টার সামনে সৌজন্যতাবশত বিপক্ষে না বলে সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করে জানানোর কথা বলে গেছেন। এরপর তারা আর কিছু জানাননি।

অথচ খোদ শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিসিপ্লিন (যেমন— কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ ইত্যাদি) অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা নেয়া গেলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি ব্যাপকহারে কমে যেত। বর্তমানে শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটিই নয়; ৩-৮টি পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয় শিক্ষার্থীদের। এই প্রক্রিয়ায় কেউ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করলে ১৫-২০টি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এতে অর্থ খরচ হয় প্রচুর। পাশাপাশি ভোগান্তির শেষ থাকে না। অথচ সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি শতাধিক মেডিকেল কলেজের জন্য একটিমাত্র পরীক্ষায় এমবিবিএসে ভর্তির ব্যবস্থা আছে।

এদিকে গেল কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে ফরম বিতরণ ও ভর্তি কার্যক্রম চলছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এতে খরচ কমেছে। কিন্তু তারপরও দিন দিন ফরমের দাম বাড়ানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হয়। প্রতিটি ফরমের দাম ৪০০ টাকা। এ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ফরম বিক্রি করেই সাড়ে ৮ কোটি টাকা আয় করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি ইউনিটে পরীক্ষা নেয়। প্রতিটি ফরমের দাম ৪০০ টাকা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি ইউনিটে ও ২টি ইন্সটিটিউটে ভর্তি পরীক্ষা নেয়। এর মধ্যে ৫ ইউনিটের ফরমের দাম ৫৫০ টাকা। আর বাকিগুলোর ৩৫০ টাকা করে। শেরেবাংলা কৃষি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

## বিপুল অর্থ খরচ ও দুর্ভোগে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় ৯০০ টাকা করে ফরমের দাম নেয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষায় নানা রকম ডিউটি, প্রশ্ন প্রণয়নসহ অন্যান্য কাজে শিক্ষকরা মোটা অংকের অর্থ পান। কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা হলে এই অর্থযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মূলত এমন আশংকায়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির ও অর্থ খরচের কথা চিন্তা করেন না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন ভূইয়া বলেন, 'আমি একবার চট্টগ্রামে ট্রেনে একটি কাজে যাচ্ছিলাম। সকাল ৬টার ট্রেন পৌঁছায় ১০টায়। ওই ট্রেনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের পরীক্ষাও ছিল ১০টায়। সেদিন তাদের অঝোরে কান্না দেখেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন অধ্যাপক ইউসুফ আলী মোল্লা যুগান্তরকে বলেন, 'ডিন থাকাকালে দেখেছি, সারারাত ঢাকার বাইরে থেকে কত কষ্ট করে ছেলেমেয়েরা সকালে আসে! তাদের টয়লেটের মতো ব্যবস্থা থাকে না। আমি মনে করি গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা হওয়া উচিত। এতে ভোগান্তি ও অর্থ ব্যয় কমবে।'